নাম: সাজ্জাদ হোসেন

জন্ম তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৬ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: ছাত্র,
শাহাদাতের স্থান : এনাম মেডিক্যোল কলেজ, সাভার, ঢাকা।

শহীদের জীবনী

নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভার পশ্চিম পাটোয়ারীপাড়ার আলমগীর হোসেন ও সাহিদা বেগম দম্পতির ঘরে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তেজস্বী সাজ্জাদ হোসেন।তবে বাল্যকাল থেকে অভাব অনটনে জর্জরিত তাঁর পরিবার।জনাব আলমগীর হোসেন একসময় অন্যের জমিতে বসবাস করতেন।সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে পাড়ি জমান ঢাকার সাভারে।ইমামতি করে এক ছেলে ও তিন মেয়েকে নিয়ে সাভার ডেইরি ফার্ম সংলগ্ন দক্ষিণ কালমা এলাকায় ভাড়া বাসায় সংসার পাতেন তিনি।সাজ্জাদ হোসেন এক ভাই এবং তিন বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন।শাহাদত বরণের পূর্বে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি (এএমটি) ডিপার্টমেন্টের সপ্তম সেমিস্টারে অধ্যয়নরত ছিলেন।সাভার থেকেই মাঝেমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে যেতেন।পরিবারকে সাহায্য করতে গাজীপুরের মাওনায় একটি কোম্পানিতে খণ্ডকালীন চাকরিও নিয়েছিলেন।অমিয় পান করার প্রায় সাত মাস আগে সানজিদা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।স্বপ্নের সুনিপুণ সংসার গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছেন ২৪ এর এই বীর যোদ্ধা।শহীদ স্ত্রী বর্তমানে অন্ত:সত্ত্বা।সন্তানের মুখ আর দেখা হলোনা সাজ্জাদের।শখ স্বপ্ন নিমিষে গুড়িয়ে দিল আওয়ামী মদদপুষ্ট হায়েনারা।

শাহাদাতের স্মৃতিপট
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ঢাকার সাভারে ঘাতক পুলিশের গুলিতে নিহত হন সাজ্জাদ হোসেন।তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র সম্বল।নিহত হওয়ার কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও ছেলে হারানোর শোকে মূহ্যমান তার পরিবারের সদস্যরা।
গত ৫ আগস্ট ২০২৪ সকালে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আন্দোলনে অংশ নিতে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন সাজ্জাদ।ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অগ্রভাগে থেকে স্লোগান তুলেছিলেন খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে।এরপর বেলা ১০টার দিকে সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পুলিশের গুলিতে আহত হন তিনি।তাঁর ফোন থেকে ছোট বোন নিশাতের কাছে ফোন করে অপরিচিত এক ব্যক্তি জানায় সাজ্জাদকে মুমূর্ষু অবস্থায় সাভারের এনাম মেডিক্যোল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আপনারা দ্রুত আসুন।সাজ্জাদের বাবা মেয়েকে নিয়ে দ্রুত এনাম মেডিক্যোল কলেজ হাসপাতালে ছুটে যান।সেখানে গিয়ে হাসপাতালের আইসিইউতে দেখতে পান ছেলেকে।চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৬ আগস্ট বেলা ১.৫৫ মিনিটে সাজ্জাদের মৃত্যু হয়।সেদিন সাভারের কলমায় প্রথম জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি সৈয়দপুরে নিয়ে যাওয়া হয় শহীদের লাশ।পরদিন ৭ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে সৈয়দপুর শহরে দ্বিতীয় জানাজা শেষে হাতিখানা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
পরিবার ও প্রতিবেশীর অভিমত
সাজ্জাদের বাবা বলেন, ছেলেই ছিল আমার একমাত্র সম্বল।ছেলেকে হারিয়ে এখন আমি নি:স্ব।আমার ছেলে সাজ্জাদের ইচ্ছে ছিল একটি মাদ্রাসা বা মসজিদ গড়ে তোলার।কখনও যদি আমার সামর্থ্য হয়, তাহলে ছেলের ইচ্ছা পূরণ করবো।জনাব মাহবুব বলেন-শহীদ সাজ্জাদ আমার প্রতিবেশী।ছোট বেলা থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদী ছিল ছেলেটি।বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি এহতেসামুল হক সানি বলেন, 'আমরা শুরু থেকে দাবি করে আসছি শহীদ পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসন করার জন্য।সে লক্ষ্যে আমাদের ভাই শহীদ সাজ্জাদের বাবাকে পৌরসভার মসজিদের ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এজন্য পৌর প্রশাসককে ধন্যবাদ জানাই। বর্তমানে শহীদ পিতাকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভা।১৮ নভেম্বর ২০২৪ সোমবার পৌরসভার ওয়াক্তিয়া মসজিদের ইমাম হিসেবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
প্রস্তাবনা ১. শহিদ পরিবারে আর্থিক ভিত্তি মজবুত করণ ।

একনজরে শহীদের পরিচয়
নাম : মো: সাজ্জাদ হোসেন
পেশা : ছাত্র
প্রতিষ্ঠান : সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
ডিপার্টমেন্ট : অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি (এএমটি), সপ্তম সেমিস্টার
জন্ম তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
পিতা : আলমগির হোসেন, পেশা: ইমাম, বয়স: ৪৯
মাতা : সাহিদা বেগম, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৪৫
স্ত্রী : সানজিদা আক্তার, পেশা: গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ৫ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১১টা, সাভার বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা
শহীদ হওয়ার তারিখ : ৬ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১.৫৫টা

শাহাদাত বরণের স্থান : এনাম মেডিক্যোল কলেজ, সাভার, ঢাকা
দাফন : ৭ আগস্ট ২০২৪, সৈয়দপুর হাতিখানা কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: লক্ষণপুর, ইউনিয়ন: বাঙ্গালিপুর, থানা: সৈয়দপুর, জেলা: নীলফামারী
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: পশ্চিম পাটোয়ারীপাড়া, লক্ষণপুর, থানা: সৈয়দপুর, জেলা: নীলফামারী
বোনের বিবরণ:
১. আয়শা, বয়স: ২৭, পেশা: বিবাহিত, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি
২. আনিকা, বয়স: ২৫, পেশা: বিবাহিত, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি
৩. নিশাত, শ্রেণি: ৯ম, প্রতিষ্ঠান: আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, বয়স: ১৭